হরিণাকুণ্ডুতে দৃষ্টি নন্দন লিচু বাগান, ব্যাপক লাভবান হচ্ছেন কৃষক

যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শুধুই লালচে রংয়ের লিচু আর লিচু, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে শুধু লিচুর থোকা। বাগানের দিকে তাকালে যেকারও এক দন্ড দাড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে।

বলছিলাম ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের মোঃ মখলেছুর রহমানের লিচু বাগানের কথা। তিনি ৪৬ শতক জমিতে গড়ে তুলেছেন লিচু বাগান। পেঁকে যাওয়ার আগেই তিনি ১লাখ ৪০ হাজার টাকায় এক ব্যাপারির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন এই লিচু বাগানটি।

সোমবার (১১ মে) সকালে সরেজমিনে লিচু বাগান দেখতে গিয়ে কথা হলো, বাগান মালিক মখলেছুর রহমানের সাথে, মখলেছুর রহমান একই গ্রামের মৃত সমশের বিশ্বাসের ছেলে, তিনি বললেন প্রায় ১২ বছর আগে রাজশাহী, ঈশরদি এবং মেহেরপুর থেকে চাঁরা নিয়ে এই লিচু বাগান করেছিলাম, এখানে বর্তমানে গাছ আছে ৪৫টির মতো।

সব গাছে সমান ফল আসেনি ৪১টি গাছের লিচু তিনি বিক্রি করেছেন ১লাখ ৪০ হাজার টাকায়। খরচের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন এই চাষে তেমন কোন খরচ নেই বছরে একবার সার দিতে হয় আর একবার যখন ফুল আসে তখন ভিটামিন জাতীয় কীটনাশক স্প্রে দিলেই হয়।

এছাড়া ফল বড় হলে পাহারা দেওয়া ছাড়া অন্য তেমন কোন খরচ নেই। সবকিছু বাদ দিলেও বিঘা প্রতি বছরে ১লাখের উপরে লাভ করা সম্ভব। এই বাগানে চায়না, বোম্বাইসহ বিভিন্ন ধরণের হাইব্রীড লিচুর জাত রয়েছে বলে তিনি জানান।

এলাকার অনেক যুবক এই চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে লিচু বাগান করতে চাইলে, তাদের ক্ষেত্রে তিনি সহযোগীতা করতে চান বলে জানিয়েছে।

তিনি উচ্চ ফলনশীল জাতের কলমের চারাও তৈরি করেন এই বাগান থেকে। তার লিচুর চারা নিয়ে অনেকে লাভবান হয়েছে বলে তিনি জানান। তার এই বাগানে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে কোন ধরণের সহযোগীতা বা

দেখভাল করা হয়না বলে তিনি জানিয়েছে।

এব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি অফিসার এস এম তিতুমির বলেন এব্যপারে তিনি কখনো যোগাযোগ করেননি তবে ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা খোজ খবর রাখেন।

কালিগঞ্জের লিচু বাগান থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের রাজবাড়ি গুঞ্জনগর মাঠে একটি ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার বিকেলের দিকে মোস্তফা মোর্শেদের লিচু বাগানে ফল গাছে ওষুধ দিতে গিয়ে কোলা বাজার এলাকার বাসিন্দা কিনু দাস প্রথম ঝুলন্ত লাশটি দেখতে পান। এ সময় তিনি চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং বিষয়টি কালিগঞ্জ থানা পুলিশকে জানানো হয়।

প্রথমে কেউ মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করতে না পারলেও পরে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি শৈলকূপা উপজেলার খন্দকবাড়িয়া গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে জসিম উদ্দিন (২৮)। তিনি কালিগঞ্জ ভূষণ স্কুলের পাশে ঝন্টুর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন এবং পেশায় দিনমজুর ছিলেন। জসিম উদ্দিনের আট বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে।

খবর পেয়ে কালিগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশ উদ্ধার করে। তবে মৃত্যুর কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জেল্লাল হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। লাশ উদ্ধারের সময় মৃত ব্যক্তির পকেট থেকে একটি বাটন মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে, যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।